গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
পল্লী প্রগতি কর্মসূচি
পল্লী ভবন, ৫ কাওরান বাজার, ঢাকা
http://www.pppbd.org

স্মারক নং-৪৭.৬২.০০০০.৯৩৬.১৮.০৯৩.২৩-১৯৪৪ তারিখঃ ০৬/০৪/২০২৩ খ্রিঃ

বিষয়ঃ পল্লী প্রগতি কর্মসূচি'র গ্রাম সংগঠকদের গ্রাচ্যুইটি বাবদ অর্জিত অর্থ পৃথক ব্যাংক হিসাব খুলে স্থানান্তরপূর্বক যথাযথভাবে সংরক্ষণ।

সূত্র ঃ কর্মসূচি কার্যালয়ের স্মারক নং ০০৩৪, তারিখ: ১৯/০৮/২০১৪ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পল্লী প্রগতি কর্মসূচির গ্রাম সংগঠকগণের গ্রাচ্যুইটি প্রাপ্তি বিষয়ে সূত্রোক্ত স্মারকে নিম্নরুপভাবে পত্র জারি করা হয়েছে ঃ

"বিতরণকৃত ঋণের আদায়কৃত সুদের বিভাজন মোতাবেক গ্রাম সংগঠকদের বেতন-ভাতা দ্বারা মাসিক বেতন-ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, উৎসব ভাতা, ভ্রমণ ভাতা ইত্যাদি পরিশোধ করার পর যদি কোন গ্রাম সংগঠকের হিসাবে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে তবে তাঁর হিসাবের উদ্বৃত্ত অর্থ উপজেলা "কর্মসূচি গ্রাচ্যুইটি তহবিল/আর্থিক সাহায্য তহবিল" শিরোনামে হিসাব খুলে সেখানে জমা করতে হবে। পাশাপাশি উপজেলায় কর্মরত গ্রাম সংগঠকের সংখ্যা বিবেচনা (১জন বা ২ জন) প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক গ্রাচ্যুইটি তহবিল সংক্রান্ত রেজিষ্টার খুলতে হবে। কোন গ্রাম সংগঠকের চাকুরি মেয়াদ শেষ হলে অথবা তিনি চাকুরি ছেড়ে চলে গেলে দেনা পাওনা হিসাব করে তাঁর উপজেলায় ''কর্মসূচি গ্রাচ্যুইটি তহবিল/আর্থিক সাহায্য তহবিল" এর অর্থ হতে সেই গ্রাম সংগঠককে গ্রাচ্যুইটি/ আর্থিক সাহায্য প্রদান করা যাবে।"

উল্লেখ্য গ্রাম সংগঠকগণ কর্তৃক আয়কৃত ১১% সার্ভিস চার্জের কর্মচারীর বেতন/ভাতা খাতের ৭.৫% এর অর্থ থেকে বেতন ও ভাতাদি গ্রহণের পরও এ খাতে বিভিন্ন উপজেলায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ অব্যয়িত রয়েছে মর্মে জানা যায়। বেতন/ভাতাদি গ্রহণের পর ৭.৫% অংশের এ অব্যয়িত অর্থ সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংগঠক এর গ্রাচ্যুইটি তহবিল হিসাবে ব্যবহারযোগ্য এবং সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংগঠক তাঁর চাকুরী শেষে বিধি মোতাবেক এ গ্রাচ্যুইটি অর্থ প্রাপ্য হবেন।

উপজেলা পর্যায়ে পৃথক ব্যাংক হিসাব খুলে গ্রাচ্যুইটি বাবদ এ অর্থ সংরক্ষণের নির্দেশনা প্রদান করা হলেও অধিকাংশ উপজেলায় তা করা হয়নি। গ্রাচ্যুইটি বাবদ এ অর্থ কোন কান উপজেলায় ঋণ তহবিল পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাংক হিসাবেই রয়ে গেছে এবং কোথাও কোথাও গ্রাচ্যুইটির অর্থ দ্বারা ঋণও বিতরণ করা হয়েছে। এ কারণে আর্থিক বিশৃঙ্খলাসহ নানা জটিলতা তৈরী হচ্ছে। তাই গ্রাচ্যুইটি বাবদ এ অর্থ পৃথক ব্যাংক হিসাব খুলে সংরক্ষণ করা আশু প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, মহাপরিচালক মহোদেয়ের অনুমোদনক্রমে সূত্রোক্ত স্মারকে উল্লেখিত শিরোনামের পরিবর্তে উপজেলা পর্যায়ে "পল্লী প্রগতি কর্মচারী গ্রাচ্যুইটি তহবিল" শিরোনামে পৃথক ব্যাংক হিসাব খোলা এবং পল্লী প্রগতি কর্মসূচি'র গ্রাম সংগঠকদের গ্রাচ্যুইটি বাবদ অর্জিত অর্থ স্থানান্তরপূর্বক যথাযথভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

০৬/০৪/২০২৩
মোঃ আলাউদ্দিন সরকার
কর্মসূচি পরিচালক

উপপরিচালক
বিআরডিবি, ... জেলা।

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে ঃ

১। উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং), বিআরডিবি, ঢাকা (পত্রটি বিআরডিবি'র ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।
২। মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিআরডিবি, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। পরিচালক (সরেজমিন) মহোদয়ের একান্ত সহকারী, বিআরডিবি, ঢাকা (পরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। অফিস কপি।

E:\ASHRAF_WD\word\Letter_2023\letter D_january_23.doc